যুগান্তর

1 ... 2016 ...

জবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাবের অভিযোগ

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিজ বিভাগের এক ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব ও একাধিক শিক্ষার্থীকে হুমকি প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক ও তাকে সমর্থনকারী আরও দুই শিক্ষিকাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এছাড়া বিষয়টি তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোশ্যারেফ হোসেনের (রাজীব মীর) বিরুদ্ধে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাস্টার্সে অধ্যয়নরত এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। লিখিত অভিযোগে ওই ছাত্রী রাজীব মীরের বিরুদ্ধে অনৈতিক প্রস্তাব ও তার কথামতো না

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

জবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাবের অভিযোগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চললে নম্বর কম দেয়ার হুমকির কথা উল্লেখ করেন। অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের সঙ্গে ফোনের কথোপকথনের অডিও রেকর্ডও ভিসির কাছে জমা দেন।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন চলতি মাসের ১২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক মো. সেলিম ভূঁইয়াকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন, সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. সরকার আলী আক্কাস, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার ও রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান। কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিস সূত্রে জানা গেছে, রাজীব মীরের বিরুদ্ধে একাধিক শিক্ষার্থীকে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে।

রেজিস্ট্রার অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১২ এপ্রিল ছাত্রীর ওই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজিব মীরকে মাস্টার্সের একাডেমিক ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই সঙ্গে মোবাইল ফোনের রেকর্ডে ওই বিভাগের আরও দুই শিক্ষিকার নাম আসায় তাদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের কারণে কোনো শিক্ষার্থী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য ওই শিক্ষকসহ আরও দুই শিক্ষিকাকে মাস্টার্সের ক্লাস থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান বলেন, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন হওয়ায় তিনি আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।